সংবাদ

তারিখ ... 15.10.83 ... ...
পৃষ্ঠা ... ...6 কলাম ...1... ...

080

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এমন করুণ কেন?

—অনীকা

সারা বাংলাদেশ জুড়ে প্রাইমারী স্কুলগুলোর হাল দেখে এই প্রশ্নই মনে জাগা স্বাভাবিক যে, আদৌ এগুলো শিক্ষায়তন কিনা? কোনটি পোড়ো বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে, কোনটির দরজা-জানালা নেই, কোনটির প্রাঙ্গণে গরু চরতে চরতে স্কুলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীরা দীনহীন অবস্থায় শিক্ষকের সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে, শিক্ষক বড় একটি বেত হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কখনো বা ঘুমে ঢুলছেন আর তারস্বরে মাঝে মাঝে বলে উঠছেন 'পড়: আম, জাম।' এই অবস্থা দেখার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ লাগে যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এত করুণ কেন? সত্যি কি আমরা চাই এদেশের সব শিশুরা লেখাপড়া শিখবে? সত্যি কি আমরা দেশের ভবিষ্যৎ এই সোনামণিদের লেখাপড়া শেখাতে আগ্রহী?

আমার মনে হয় দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ রয়ে গেছে তার স্বাভাবিক খারাপ ফলাফল গিয়ে পড়ছে প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ওপর। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলগুলোতে পড়তে আসা ছেলেমেয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে; কিন্তু সেই তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনা। শিক্ষক পরিশ্রম অনুযায়ী বেতনও নিয়মিত পান না। ফলে পড়ানোতে ফাঁকি দিয়ে তাকে ক্ষেতের কাজ, গরু পালা, মুদি দোকান দেয়া—এ সব কাজ করতে হয় বাধ্য হয়ে। শিক্ষকদের মন-মানসিকতা সব সময় শিক্ষা দেয়াকে দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেই সাথে আনন্দের কাজ বলে গ্রহণ করার মতো করে গড়ে ওঠে না। ফলে গৎবাঁধাভাবে কিছু অক্ষর শেখানোর জন্য মান্ধাতা আমলের শিক্ষারীতি এখনো চালু আছে। শহরের প্রাইমারী স্কুলগুলোতেও একান্ত দরিদ্র পরিবারের শিশুরা পড়ে। ওদের কাছ থেকে কখনো প্রতিবাদ জাগে না। পড়ার অব্যবস্থা বা গাফিলতি ও স্কুল ভবনের নানা অসুবিধার বিষয়ে কখনো অভিভাবকরাও অভিযোগ জানান না। এই সব স্কুলেও সিট পাওয়া খুব সমস্যা। কেননা সরকারের বরাদ্দকৃত বই ও পোশাক অনুযায়ী ছাত্র সংখ্যা সীমিত থাকে।

এই বই আর পোশাকের বিষয়ে কথা রয়েছে। নিউজপ্রিন্টে ছাপা বই বছরশেষে ফেরত দিতে হয়। বই এর অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। বিশেষ করে শিশুদের হাতে বই-এর যত্ন খুব কঠিন বিষয়। তবু ঠিক আছে মেনে নেয়া যায় যে, শিশু বয়স থেকেই মিতব্যয়িতা শেখানো হচ্ছে। কিন্তু পোশাকের বিষয়ে কি বলা যায়? একেকজনের শরীরের গড়ন একেক রকম। কিন্তু সরকারীভাবে একই সাইজের পোশাক ঢালাওভাবে তৈরী করে বিলি করা হয়েছে স্কুলে স্কুলে। তাও আবার প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যায় কম হওয়ায় বহু শিশু পোশাক পায়নি। কিন্তু যারা পেয়েছে এবং গায়েও লাগেনি তবু টাইট পোশাক গায়ে দিয়েছে তাদের জন্য খুবই মায়া লাগে। পোশাক নিয়ে, বই নিয়ে, পড়ানো নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যে হেলা-ফেলা অবহেলা চলছে তা মোটেও শুভকর নয়। কিন্তু কে তাদের হয়ে এই সব সমস্যার সমাধান করবে? এটা সকলেরই দায়িত্ব। অভিভাবকদের সচেতন হয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের গঠনমূলক কাজ করতে সংগঠিত হতে হবে, শিক্ষক সমাজকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং পাওনা চাহিদা বুঝে নেবার জন্য সমিতি গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা বিভাগকে গুরুত্বসহকারে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নজর দিয়ে সমস্ত সমস্যা দূর করার কথা ভাবতে হবে। এই ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের ও শহরের এলাকাবাসীদের দায়িত্ব কম নয়। কিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিষ্প্রভতা ও নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে একেকটি সুন্দর ও সফল শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে আজ সকলকেই নজর দিতে হবে।